Abstract

শিরোনামঃ ঔপনিবেশিক পুঁজি ও ছোটনাগপুরের আদিবাসী শ্রমিক জীবন

(১৭৯৩- ১৯৬৫ খ্রীঃ)

ছোটনাগপুর মালভূমির অন্তর্গত পূর্ব ভারতের ঝাড়খণ্ড, বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা ও ছত্রিশগড় অঞ্চলে সাঁওতাল, হো, মুণ্ডা, কোল আদিবাসীদের বসতি ছিল অধিক। অষ্টাদশ শতাব্দীর দিকে তাদের জীবনে কৃষি ছিল ছোটনাগপুর মালভূমি অর্থনীতির মূল ভিত্তি। কৃষিকে কেন্দ্র করেই তাঁদের জীবন আবর্তিত হত। অষ্টাদশ শতাব্দীর পর থেকে ছোটনাগপুর মালভূমির অন্তর্গত বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা অঞ্চলে ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ শক্তির নিয়ন্ত্রণ প্রসারিত হতে থাকলে অর্থনীতি প্রসারে পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। কৃষি জমিতে আদিবাসী ভুমিদাসের স্ত্রীরা জমিদারের বিলাসের সম্পত্তি থেকে শ্রমিক মজুরে পরিণত হওয়ার একটি বড় চিত্র লক্ষ্য করা যায়। ঠিক একইভাবেই ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ শাসনের পর্ব থেকেই অর্থাৎ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রভাবের পর ছোটনাগপুর অঞ্চলে আদিবাসী বিদ্রোহগুলি বৃদ্ধি পেয়েছিল। একইভাবে ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ পর্যায়ে জমির মত আদিবাসীদের অর্থনৈতিক শোষণের আরো একটি ক্ষেত্র লক্ষ করা যায় তা হল খনি ক্ষেত্র। আদিবাসীদের প্রতি ঔপনিবেশিক শক্তির এই শোষণ যে পর্যায় ক্রমে বৃদ্ধি পেয়েছিল তার উল্লেখযোগ্য কারণ ছিল সুস্পষ্ট ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ পুঁজি।

ঔপনিবেশিকদের পুঁজির নিয়ন্ত্রণে কয়লা, পাথর, লোহা, চুনাপাথর, ইউরেনিয়ামের মত আকরিকের সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল ছোটনাগপুর মালভূমির ক্ষেত্র জুড়ে। খনিজ পদার্থের উত্তোলনের পাশপাশি খনিতে কর্মরত শ্রমিকদের জীবনচিত্রের সন্ধান পাওয়া যায়। এই সমস্ত খনি এলাকায় ছোটনাগপুরের অসংখ্য আদিবাসী শ্রমিকদের জীবন ওতপ্রোত ভাবে জড়িত ছিল ঔপনিবেশিক পর্যায় থেকেই।

ঔপনিবেশিক যুগ থেকে কৃষির পাশাপাশি বড় বড় ভারী শিল্পের কারখানার মত খনিতে তাঁদের যোগদান লক্ষ্য করা যায় অধিকভাবে। আদিবাসীদের মধ্যে সাঁওতাল, হো, কোল, মুণ্ডা ও অন্যান্য আদিবাসী গোষ্ঠীর অবস্থান এই খনি ক্ষেত্রে সবচেয়ে অধিক ছিল। উনবিংশ শতাব্দীর সময়কাল থেকে খনিজ উত্তোলনের পাশাপাশি খনির প্রচলন আদিবাসী শ্রমিকদের জীবনধারাকে পরিবর্তিত করেছিল। ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ শক্তি শিল্প পুঁজির শক্ত নিগড়ে বেঁধে রেখেছিল আদিবাসীদের। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ছোটনাগপুর মালভূমি সমৃদ্ধ হলেও সামাজিক ক্ষেত্রে আদিবাসী শ্রমিকদের জীবনযাত্রা বিঘ্নিত করেছিল। অতিরিক্ত খননের চাহিদা ঔপনিবেশিক পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে ছোটনাগপুর মালভূমি অঞ্চলে প্রশস্ত করেছিল খুব দ্রুত। ঔপনিবেশিক শক্তির শোষণের ফলে ভারতের বাইরে বিভিন্ন অঞ্চলে আদিবাসী শ্রমিকদের শোষণ কাহিনির বিস্তৃত রুপ পরিলক্ষিত হয়েছিল। উন্নয়ন ও আইনশৃঙ্খলার নামে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল আদিবাসী সমাজ ও অর্থনীতি। কৃষি ও খনি শিল্পের মত তাদের জীবিকা নির্বাহ অসংগঠিত ক্ষেত্রে অধিক দেখা গিয়েছিল। বাধ্য হয়ে অসংগঠিত ক্ষেত্রে আদিবাসী পুরুষদের পাশপাশি মহিলা শ্রমিকদের জীবন বিবর্তিত হয়েছিল, তা না হলে ছোটনাগপুর মালভূমিকে “Nation of Proletariat” বলার কারণ যুক্তিগত হয়ে উঠত না। খনি অঞ্চল সম্পর্কিত গৌন ও মুখ্য উপাদান থেকে আদিবাসী শ্রমিকদের দুর্দশাগ্রস্থ অবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়। ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ ভারতে ব্রিটিশ পুঁজির সম্প্রসারণে আদিবাসী শ্রমিকদের দুর্দশাগ্রস্থ পরিস্থিতি ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত কি অবস্থায় ছিল তাঁর পূর্ণ বিশ্লেষণ ও বিবরণ এই গবেষণায় দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে।

ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ পর্বে ছোটনাগপুর মালভূমির অর্থনীতি দেশের সামগ্রিক পরিস্থিতিকে পরিবর্তন করলেও আদিবাসী গোষ্ঠীর কৃষক থেকে শ্রমিকে পরিণত হওয়ার অবস্থা ও নিত্য নৈমিত্তিক জীবনধারা যে দিকে প্রবাহিত হয়েছিল তা অনেকগুলি প্রশ্নের সম্মুখীন করে তুলেছিল যার ফলে এই গবেষণা করার

প্রয়োজনীয়তা উপলব্দধ হয়। এই গবেষণায় কয়লা খাদানের মত পাথর খাদানেও যে আদিবাসী শ্রমিকদের একই অবস্থা প্রতিভাত হয়েছিল তার উল্লেখযোগ্য দিকগুলি এই গবেষণায় বিশেষভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।